

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান



লেখক
মুফতী নূরুল আরাফিন
রেজবী আযহারী

প্রকাশনা

খাকপায়ে রেজা কমিটি
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সংযোজন ও সংশোধন সহ নতুন কলেবরে

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

লেখক

মুফতী নূরুল আরাফিন রেজবী আযহারী

পরিবেশনা

খাকপায়ে রেজা কমিটি

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

প্রাক্কথন

মহান করুণাময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের আত্মাশুদ্ধির ও তাঁর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে যে বড় নেয়ামত প্রদান করেছেন তা হল সিয়াম বা রোযা। পবিত্র রোযা ক্বীয়ামতের কঠিন দিবসে যেমন বান্দাদের শাফায়াতের ক্ষেত্রেও এক মাধ্যম হবে, অপরদিকে আবার কিছু রোযা প্রত্যাখিতও হবে। ওই সকল রোযা যা সঠিক ভাবে আদায় করা হবে তা শাফায়াতের মাধ্যম হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে অনেকে রোযা রাখেন অথচ তা সঠিক ভাবে আদায় হচ্ছে কীনা সেদিকে কোন দৃষ্টি দেয় না যে কারণে অনেক সময় তা শুধুমাত্র উপোষ থাকার নামাস্তর হয়ে দাঁড়ায়। এ সকলদিক মানসপটে রেখে পবিত্র রমযান শরীফে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দিকে অগ্রসর হলাম। এই পুস্তক পাঠ করে মুসলিম সমাজ সঠিক ভাবে রোযা আদায় করতে পারলে আমার প্রচেষ্টাকে স্বার্থক মনে করব। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট আরয় করি, তিনি স্বীয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ওসীলায় আমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও আমার নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দেন।

(আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন বে জাহে সাইয়েদিল আশ্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালিন)

খাকপায়ে আওলিয়া

মোহাম্মাদ নুরুল আরাফিন রেজবী
(শাবান, ১৪৪২ হিজরী; মে, ২০২১)

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

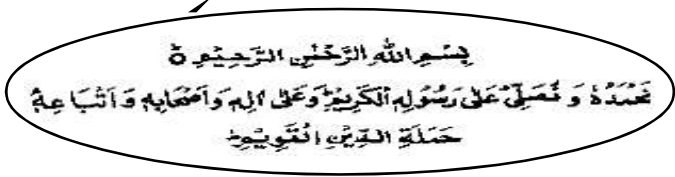
কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার লেখনীর স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য কেও দোয়ার দ্বারা, কেও অর্থের দ্বারা, কেও সুন্দর কথনের দ্বারা আবার কেও সমালোচনার দ্বারা সাহায্য করেছেন। সকলকে আল্লাহ পাক প্রিয় আকার ওসীলায় সুস্থ রাখুন। আমার লিখিত পুস্তকগুলি যাদের মেহনতে বাংলা ভাষাভাষি মানুষের নিকট সাদরে গৃহিত হয়েছে তারা হলেন রেজবী অ্যাকাডেমীর কর্ণধার আনওয়ার হোসাইন রেজবী, বাংলার সর্ববৃহৎ সুনী ওয়েব সাইটের পরিচালক তথা বিখ্যাত ডাক্তার মোহাম্মাদ রেজা ক্বাদেরী সাহেব এবং সুনী দুনিয়ার বিখ্যাত অ্যাডমিন মোহাম্মাদ জাহিরুল ইসলাম রেজবী প্রমুখ। সকলের জন্য মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে আরোগ্য এবং আরও অধিক খিদমত নেওয়ার কামনা করি।

যাদের নামে উৎসর্গ

ছ্যুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সকল আশ্বিয়া ও আওলিয়াও সমস্ত মোমিন মুসলমানের নামে।

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান



রোযার বিবরণ

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে সিয়াম তথা রোযা হল অন্যতম একটি স্তম্ভ যা রমযান মাসে পালন করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরান মজিদে কেবল এ মাসের কথা উল্লেখ করেছেন। শরীয়তের পরিভাষায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় পানাহার, স্ত্রী সন্তোগ এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা বা সিয়াম। রোযা হল ফরযে আইন। রোযা রাখা ধনী-গরীব, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেকবান সুস্থ মুসলমানের জন্য ফরয। এর ফরয হওয়ার অস্বীকার কারী কাফির। বিনা কারণে একটি রোযাও পরিত্যাগ করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সারা জীবন ধরে রোযা রাখলেও রমযানের একটি রোযার ক্ষতি পূরণ আদায় হবে না।

রমযানের অর্থ ও নামকরণ

রমযান শব্দটি রময্ ধাতু হতে উৎপত্তি। এর অর্থ হল-দহন করা, ভস্ম করা ও জালান। এমাসের রোযা রোযাদারের পাশাশাশি গুলি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রোযা দারকে নিষ্কলুষ ও পাপ মুক্ত করে দেয়। যার কারণে এ মাসকে রমযান নাম অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে।

রমযান মাসের ফযীলত ও গুরুত্ব

রমযান মাসের ফযীলত ও গুরুত্ব অত্যাধিক। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদিস এখানে আলোচনা করা হল:-

5

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

১. হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রমযান মাসের যখন আগমন ঘটে তখন আসমানের দরজা গুলি খুলে দেওয়া হয়, আর জাহান্নামের দরজা গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। অপর রেওয়াজে বর্তমান যে রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

২. হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, এই মাসে প্রতি রাতে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে-হে সত্যের অন্বেষনকারী, তোমরা অন্যায় করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তায়ালা রমযানের প্রতি রাতে অনেককে দোখ থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। (তিরমীযি, ইবনে মাযা)

৩. হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমান ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রোযা পালন করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

৪. রোযা পালনকারীকে আল্লাহ নিজেই পুরস্কৃত করবেন:

হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমালের পরিবর্তে দশ-সাতশ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেওয়া হবে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, রোযা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ, সে আমার জন্য রেখেছে আর আমিই তার প্রতিদান দিব। সে আমার জন্যই তার প্রবৃত্তি ও পানাহার পরিত্যাগ করেছে।

৫. রোযা শরীরের যাকাত স্বরূপ: হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত রয়েছে। দেহের যাকাত হল রোযা, রোযা হল ধর্মের অর্ধেক।

৬. হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে একটি দরজা আছে যার নাম হল রাইয়ান (অর্থাৎ, পিপাসার্ত ব্যক্তিদের তৃপ্তিদান কারী)। ক্বীয়ামত দিবসে সে দরজা দিয়ে শুধু রোযাদাররাই প্রবেশ করবে।

6

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান রমযান মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

হযরাত সাইয়েদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রহমতে আলাম,নুরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ফরমানে আলিশান হল আমার উম্মাতকে রমযান মাসের পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে যা পূর্বের কোন নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) প্রদান করা হয়নি।

১. যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি হয় তখন আল্লাহ আজ্জা ও যাল্লা তাদের দিকে রহমাতের দৃষ্টি ফরমাতে থাকেন , আর যার দিকে রহমাত ফরমান তার কখনও আযাব হবে না।

২. সন্ধ্যার সময় তাদের মুখের গন্ধ (যা খিদের জন্য হয়ে থাকে) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মুশকের খুশবু চেয়েও উত্তম।

৩. ফেরেশতা প্রতি রাতে ও দিবসে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।

৪. আল্লাহ তা'য়ালার জান্নাত কে হুকুম দেন যে, আমার বান্দার জন্য সুন্দর হয়ে যাও ,সে দুনিয়ার কষ্ট হতে আমার ঘর ও আমার কর্মের প্রশান্তি পাবে।

৫. যখন রমযান মাসের শেষ রাত আসে আল্লাহ তা'য়ালার সকলের মাগফেরাত করে দেন।

কওমের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ এটা কী লায়লাতুল কদর ? ইরশাদ ফরমালেন, 'না', তোমরা কী দেখ না যে, মজদুর যখন নিজের কাজ শেষ করে তখন তাকে মজুরী দেওয়া হয়। (আর তারগীব ও তারহীব ২য় খন্ড ৫৬ পৃঃ)

প্রতি রাতে ষাট হাজার মুক্তি

হযরাত সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত, সরকারে আবদে ক্বারার শাফিয়ে ইয়ামে শুমার ﷺ পবিত্র ফরমান হলঃ রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে আসমান হতে সুবহ সাদিক পর্যন্ত একজন

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

আহ্বায়ক এই আওয়ায দেন যে - হে উত্তম যাচনাকারী ! সম্পূর্ণ কর এবং খুশি হয়ে যাও। হে নিকৃষ্ট ! অন্যায় হতে দূর হও, শিক্ষা গ্রহণ করো। আছে কোন মাগফিরাত অশ্বেষন কারী ! যার ত্বলব পূর্ণ করা হবে। আছে কোন তাওবা কারী যার ত্বলব পূর্ণ করা হবে। আছে কোন দুআ প্রার্থী ,যার দোআ কবুল করা হবে, আছে কেও চাহনে ওয়ালা যার চাওয়াকে পূর্ণ করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালার রমযান মুবারকে প্রতি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার গুণাহগারকে দোজখ হতে মুক্ত করবেন, আর ঈদের দিনে সারা মাসের সমতুল গুণাহগারের বখশিশ করা হয়ে থাকে। (দুররে মানসুর ১ ম খন্ড ১৪৬ পৃঃ)

জাহান্নাম হতে দূরত্বে :

হযরাত সাইয়েদুনা আবু সাইদ খুদরী رضي الله تعالى عنه ছয়ুবে আকরাম عَلَيْهِ السَّلَامُ ফরমানে মুশকবার হল যে ব্যক্তি আল্লাহ আজ্জা যাল্লা রাস্তায় এক দিনের রোযা রাখবে আল্লাহ আজ্জা যাল্লা তার চেহারা কে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর দূরত্ব দূরে রাখবেন। (সহীহ বুখারী ২/৩৬৫ পৃঃ)

রমযান মাসে মৃতর ফযীলাত

হযরাত সায়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله تعالى عنه হতে বর্ণিত, নাবীদের সর্দার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার ছয়ুবে আকরাম عَلَيْهِ السَّلَامُ ইরশাদ করছেন , রমযানের শেষ মুহূর্তে যার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩. উম্মুল মুমিনীন সাইয়েদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رضي الله تعالى عنها হতে বর্ণিত ছয়ুবে আকরাম عَلَيْهِ السَّلَامُ ইরশাদ ফরমিয়েছেন, যার রোযা পালন অবস্থায় মৃত্যু হয়, আল্লাহ তা'য়ালার তাকে ক্বীয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব দান করবেন। (আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খিতাব ৩য় খন্ড ৫০৪ পৃঃ)

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

রোযা বর্জনকারীর করুণ অবস্থা

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে. একটি জাতি উল্টোভাবে ঝুলছে। তাদের গালের পাটি কাটা এখন থেকে রক্ত ঝরছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,এরা কারা ? উত্তর এল ,এরা হলো যারা রমযান মাসে কারণ ব্যতীত রোযা ত্যাগ করে।

রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ

১.মুসলমান হওয়া,২. বালেগ হওয়া ,৩. বিবেক সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ পাগল না হওয়া,৪.রোগী না হওয়া ,৫. মুকিম হওয়া অর্থাৎ মুসাফির না হওয়া , ৬. মহিলারা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।^১
মাসআলা:-শিশু যখন সাত বছরের হবে,তখন তাকে রোযা রাখার শিক্ষা দিতে হবে। আর যখন দশ বছরের হয়ে যাবে তখন তাকে প্রয়োজনে প্রহার করে রোযা রাখাতে হবে। ইমামে আহলে সুনাত আলা হযরত বর্ণনা করেছেন,শিশু যখন আট বছরে পা রাখবে ,তখন ওলী বা অভিভাবকের জন্য কর্তব্য হল ওই শিশুকে নামায ও রোযার হুকুম দেওয়া এবং যখন এগারো বছরে পড়বে তখন অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব হল রোযা ও নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রহার করা,এই শর্তের উপর প্রযোজ্য যে,রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা এবং রোযা দ্বারা কোনরূপ ক্ষতি গ্রস্ত না হওয়া।^২

১.ইবনে হিব্বান ৩য় খন্ড ২৩৭ পৃ:

২.ফাতওয়া আলমগিরী ১/১৯৪ পৃ:,

৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ২/৩৪৪ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

রোযার নিয়াত

নিয়াত হল অন্তরের সংকল্পের নাম। মুখে উচ্চারণ করাটা মুস্তাহাব। যদি রাতে নিয়াত করা হয় তাহলে এরূপ বলতে হবে-

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرَضًا لَكَ

يَا اللَّهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আসুমা গাদাম্ মিন শাহরে রামাদানালা মুবারাকা ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্বাকা আনাতাস্ সামিউল আলিম।

অর্থ:-হে আল্লাহ ! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পবিত্র রমযান মাসের আগামীকাল রোযা থাকার নিয়াত করলাম। তা তোমার আদেশ (ফরয)। অতএব,আমার রোযা কবুল কর,নিশ্চয়ই তুমি মহাজ্জনী ও সর্বশ্রোতা।

মাসআলা:-কেও যদি সুবহ সাদিকের পূর্বে নিয়াত করতে ভুলে যায়,তাহলে দিনের বেলায় এরূপ নিয়াত করবে

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন আসুমা হাযাল ইয়াওমা লিল্লাহি তায়ালা মিন ফারদি রমদানা।^১

অর্থ:- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য আজ রমযানের ফরয রোযা রাখার নিয়াত করলাম।^২

اللَّهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى رِزْقِكَ وَأَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

১.ফাতওয়া আলমগিরী ১/১৯৫ কিতাবুস সাওম ২.রাদুল মুহতার ৩য় খন্ড ৩৩২ প

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

উচ্চারণ:-আল্লাহুমা সুমতু লাকা ওয়া তাওয়াকালতু আলা রিজকিকা ওয়া আফতারতু বি রহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ:-হে আল্লাহ ! তোমার জন্য আমি রোযা রেখেছি এবং তোমারই রজি প্রদানের উপর নির্ভর করেছি ,হে পরম দাতা! তোমারই অনুগ্রহে ইফতার করলাম।*

মাসআলা:সাধারণত দেখা যায় ইফতারের পূর্বেই দোওয়া পড়ে নেওয়া হয়, কিন্তু এরূপ পূর্বেই দোওয়া পড়ে নেওয়া খেলাফে সুন্নাত। সুন্নাত হল বিসমিল্লাহ বলে ইফতার করে তার পর ইফতারের দোওয়া পাঠ করতে হবে।*

রোযার কাফ্ফারা কী ?

একটি রোযা ভঙ্গ হলে তার কাফ্ফারা হল একজন গোলাম বা বান্দী আযাদ করা। বর্তমানে দাসদাসী পাওয়া যায় না ,তাই এর পরিবর্তে লাগাতার ষাটটি রোযা রাখতে হবে ,তাও যদি সম্ভব না হয় ,তবে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাতে হবে।*

কাফ্ফারা আবশ্যিক হওয়ার শর্ত সমূহ

১.রাত থেকে রোযার নিয়াত হওয়া চায়-যদি ভেঙ্গে ফেলা রোযার নিয়াত দিনেই করে থাকে ,তাহলে কাফ্ফারা নেই।*

২.রোযা ভঙ্গের পর নিজের ইচ্ছার বর্হিভূত এমন কোন বিষয় পাওয়া না যাওয়া চায়,যার কারণে রোযা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে তা হলে কাফ্ফারা আবশ্যিক হবে না।*

১.ফাতওয়া আলমগিরী ১/২০০ কিঁতাবুস সাওম

২.মুলাখখাস ফাতওয়া রেজবীয়া

৩.নুরুল ইয়া ১৬৭ পৃ: ৪.হাশিয়া তাহাবী ৩৬৩ পৃ:

৫.ফাতওয়া শামি ২/১৪৭পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়

১.পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ থাকে।*

২.ছক্কা,সিগারেট,চুরুট ইত্যাদি পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যায়,যদিও নিজের ধারণায় কঠনালী পর্যন্ত ধোঁয়া পৌঁছায়নি।*

৩.পান কিংবা নিছক তামাক খেলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। যদিও আপনি সেটার পিক বারংবার ফেলে দিয়ে থাকেন। কারণ, কঠনালীতে সেগুলির হালকা অংশ অবশ্যই পৌঁছে থাকে।

৪.চিনি ইত্যাদি,এমন জিনিষ,যা মুখে রাখলে গলে যায়,মুখে রাখলো আর থুথু গিলে ফেললো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে গেল।

৫.দাঁতের ফাকের মধ্যভাগে কোন জিনিষ ছোলা বুটের সমান কিংবা তদপেক্ষা বেশি ছিল তা খেয়ে ফেললো,কিংবা কম ছিলো কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে।*

৬. দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে তা কঠনালীর নিচে নেমে গেলো.আর থুতু অপেক্ষা বেশি কিংবা সমান অথবা কম ছিলো,কিন্তু সেটার স্বাদ কঠে অনুভূত হলো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং যদি কম ছিলো আর স্বাদও কঠে অনুভূত হয়নি ,তাহলে এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না। *

১. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৫পৃ:

২. বাহারে শরীয়াত ৫/১১৭পৃ:

৩.দুররে মুখতার ৩/৩৯৪পৃ:

৪.দুররে মুখতার ,রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৮ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

৯.রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ঢুস (কোন ঔষধের ফিতা কিংবা সিরিঞ্জ পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে,আর সেখানে স্থায়ী হলে) নিলে কিংবা নাকের ছিদ্র দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে।^১

৮.কুল্লী করছিলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি কঠনালী বেয়ে নিচে নেমে গেলো কিংবা নাকে পানি দিলো;কিন্তু তা মগজে পৌঁছে গেলো তা হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যদি রোযাদার হবার কথা ভুলে গিয়ে থাকে ,তবে রোযা ভাঙ্গবে না। যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়। অনুরূপভাবে রোযাদারের দিকে কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো,আর তা তার কঠে পৌঁছে গেলো। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।^২

৯.ঘুমন্ত অবস্থায় পানি পান করলো, কিছু খেয়ে ফেললো। অথবা মুখ খোলাছিলো পানির ফোটা কিংবা বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি কঠে চলে গেলো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।^৩

১০.অন্য কারো থুথু গিলে ফেললো। কিংবা নিজেরই থুথু হাতে নেয়ার পর গিলে ফেললো,তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।^৪

১১.মুখে রঙ্গিন সূতা ইত্যাদি রাখার ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেলো। তারপর ওই রঙ্গিন থুথু গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১২.চোখের পানি বেশি পরিমাণে মুখের ভিতরে চলে গেলে আর সেটা গিলে ফেললে আর যার ফলে সেটার লবণাক্ততা মুখে অনুভূত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদি দু এক ফোটা হয়,তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। ঘামের ক্ষেত্রেও একই বিধান।^৫

১.আলমগিরী ১/২০৪পৃ:

২.আল জাওয়ালুন নাহিয়ায়াহ ১/১৭৮পৃ:

৩.আল জাওয়ালুন নাহিয়ায়াহ ১/১৭৮পৃ:

৪.আলমগিরী ১/২০৩পৃ:

৫.আলমগিরী ১/২০৩পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

১৩.পুরুষ স্ত্রীকে চুম্বন করল বা স্পর্শ করলো অথবা জড়িয়ে ধরলো এবংবীর্যপাত হয়ে গেল,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করে এবং পুরুষের বীর্যপাত হয়ে যায় ,তা হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।^১

১৪. রোযা অবস্থায় নাকে কিংবা কানে ঔষধ লাগালে।^২

১৫. রোযা অবস্থায় জেনে বুঝে মুখ ভর্তী বমী করলে।^৩

১৬. রোযা আছি জেনে ওযু বা গোসলে কুল্লী করার সময় ভুলবশত পানি কঠ নালীকে প্রবেশ করলে।^৪

১৭. রোযা অবস্থায় কানে তেল বা পানি প্রবেশ করলে।

আপনি সুনী অথচ সুনী দর্পণ পড়েন না আশ্চর্য

আজই সংগ্রহ করুন

৯১৫৩৬৩০১২১

৯৭৩২০৩০০৩১

১.কানুলে শরীয়ত

২. ফাতাওয়া আলমগিরী ১ম খন্ড ২২০ পৃ:

৩. হেদায়া ১ম খন্ড ২১৮পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যিক

- ১.রোযাদার ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার কবলে, ঔষধ সেবন অথবা কোন জিনিষের স্বাদ গ্রহণ করলে।*
- ২.যৌন সংগম করলে : পেচ্ছাব বা পায়ু রাস্তায় যৌন সংগম করলে তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক উভয়ের উপরই কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব।*
৩. এছাড়াও হুক্লা,বিড়ি,সিগারেট,তাম্বাকু পান করলে,এসব ক্ষেত্রে কাযা ও কাফফারা আবশ্যিক।*
- ৩.স্বপ্নদোষ হয়েছে আর জানা ছিলো যে, তার রোযা ভাঙ্গে নি, তারপরেও আহার করে নিয়েছে. তবে কাফফারা অপরিহার্য।*
- ৪.স্বীয় স্ত্রীর কিংবা কোন প্রিয়জনের থুতু গিলে ফেললে।*
- ৫.সাধারণভাবে আরমানি মাটি ভক্ষণ করলে,আর সাধারণ মাটি অভ্যাসগত ভাবে খেয়ে ফেললে।*
৬. তেল লাগানোর পর কিংবা গিবাত করার পর এই ভেবে পানাহার করা যে রোযা ভঙ্গ হয়েছে।*

- ১.দুররে মুখতার ২/১০৯ পৃঃ,হেদায়া,কানুনে শরীয়ত
২. দুররে মুখতার ২/১০৯ পৃঃ,হেদায়া
৩. দুররে মুখতার ২/১০৯ পৃঃ,হেদায়া
- ৪.রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৭৫
৫. দুররে মুখতার ২য় খন্ড ১৪৮ পৃঃ,নুরুল ইয়া ১৪৫ পৃঃ
- ৬.আলামগিরী ২য় খন্ড ২০৫ পৃঃ,নুরুল ইয়া ১৪৫ পৃঃ
- ৭.দুররে মুখতার ২য় খন্ড ১৪৯ পৃঃ,নুরুল ইয়া ১৪৫ পৃঃ

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

- ৭.নিজের থুথু ফেলে পুনরায় তা চেঁটে নিলো। কিংবা অপরের থুথু গিলে ফেললে। কিংবা দ্বীনি কোন সম্মানিত বুজর্গ ব্যক্তির থুথু তাবারুক হিসেবে গিলে ফেললে কাফফারা অপরিহার্য।*
- ৮.মেশ্ক,জাফরান,কপুর,সিরকা খেয়ে নিল বা খরবুজ,তরমুজ,কাকড়ি,শোশা, তরমুজের পানি পান করলো তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।*
- ৯.সেহেরীর গ্রাস মুখে ছিল সেহেরীর সময় শেষ অর্থাৎ সুবহ সাদিকের সময় হয়ে গেল কিংবা ভুলবশত: খাচ্ছিল গ্রাস মুখেই ছিল হঠাৎ স্মরণ হলো সময় শেষ ,তারপরেও গিলে ফেলেছে,এই দুই অবস্থাতেই কাফফারা ওয়াজিব। আর যদি লোকমা মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেলে , তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব,কাফফারা নয়।*
১০. তিল বা তিল বরাবর কোন খাবারের জিনিষ বাহির থেকে মুখ দিয়ে চর্বন করা ব্যতীত গিলে ফেললো রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাফফারা আবশ্যিক হবে।*
- ১১.কাঁচা গোস্তু খেলে যদিও তা মূতের হয় তাহলে কাফফারা আবশ্যিক হবে।*
- ১২.সামান্য পরিমাণ লবন ভক্ষণ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।*
১৩. চালভাজা, ডালভাজা, মশুরভাজা,ভুনা বাজরা, যবভাজা খেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কাঁচা চাল,ডাল,মশুর,বাজরা বা যব খেলে কাফফারা নেই।*
- ১৪.ওই পাতা যেটা সাধারণত খাওয়া হয় (যেমন মুলো পাতা) তা খেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।*

- ১.আলমগিরী ১/২০২ , দুররে মুখতার ২য় খন্ড ১৪৮ পৃঃ, বাহরে শরীয়াত
- ২.আলমগিরী ১/২০৫ পৃঃ
- ৩.আলমগিরী ১/২০৩
- ৪.দুররে মুখতার ২/১৫৩
- ৫.রাদ্দুল মুহতার ২/১৪১ ৬.আলমগিরী ২/২০৫
- ৭.আলমগিরী ১/২০৩,২০৫,৮. আলমগিরী ১/২০৫

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

যে যে ভাবে রোযা ভঙ্গ হলে শুধুমাত্র কাযা আবশ্যিক

(বি:দ্র:-এক্ষেত্রে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে রমযান মাসের পর কাযার নিয়াতে একটি করে রোযা রাখতে হবে)

- ১.কানে তেল দিলে,
- ২.পেট বা মস্তিস্কের পাতলা চামড়া পর্যন্ত যখম ছিল এবং এতে ওষুধ দেওয়ায় পেট বা মস্তিকে পৌঁছে গেলে ,
- ৩.নশ টানলে বা নাকে ওষুধ দিলে,
- ৪.পাথর কার্কর,মাটি,তুলা,কাগজ,ঘাস ইত্যাদি খেলে।
- ৫.রমযান মাসে নিয়াত ছাড়া রোযার মত রইলে অথবা সকালে নিয়াত করেনি দিনের দ্বি প্রহরের পর নিয়াত করলো এবং নিয়াতের পর খেয়ে নিল বা রোযার নিয়াত ছিল কিন্তু রমযানের রোযার নিয়াত ছিল না ,
- ৬.বৃষ্টির পানি কিংবা শিলাবৃষ্টি বা কুয়াশার ফোটা নিজে নিজেই কঠনালীতে ঢুকে গেলে,
- ৭.এমন ছোট মেয়ের সাথে সংগম করলো যে সংগমের উপযোগী ছিল না বা মৃত বা পশুর সাথে সংগম করলো বা রান বা পেটের উপর সংগম করলো বা চুমু দিল অথবা মহিলার ঠোট চুষলো বা মহিলার শরীর স্পর্শ করলো যদিও বা কাপড় প্রতি বন্ধক হিসেবে ছিল কিন্তু শরীরের উন্নতা অনুভব হলো এবং এসব অবস্থায় বীর্যপাত হয়ে গেল বা হস্তমৈথুন করে বীর্য বের করলো বা অশ্লীল আচরণের দ্বারা বীর্যপাত হয়ে গেল।
- ৮.এটা ধারণা ছিলো যে,সেহরীর সময় শেষ হয়নি তাই পানাহার করেছে,স্ত্রী সহবাস করেছে. পরে জানতে পারলো যে তখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেছে ,এমতাবস্থায় রোযা হবেনা, এরোযার কাযা করা জরুরী অর্থাৎওই রোযার পরিবর্তে একটা রোযা রাখতে হবে।^১

১.রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮০ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

- ৯.খুব বেশি ঘাম কিংবা চোখের পানি বের হলে ও তা গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব।
- ১০.ধারণা করলো যে,এখনো রাত বাকী আছে তাই সেহরী খেতে থাকল; পরে জানতে পারল সাহরীর সময় শেষ,তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে কাযা করে নিতে হবে।^২
- ১১.একইভাবে ধারণা করলো যে সূর্য ডুবে গেছে,পানাহার করে নিল;পরক্ষণে জানতে পারলো যে,সূর্য ডুবেনি। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা করে নিতে হবে।^২
- ১২.সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই মাগরিবের আযান শুরু হয়ে গেল,আর এই আযান শুনে ইফতার করে নেওয়া হল এবং পরে জানা গেল যে,আযান পূর্বে হয়েছে এতে রোযা দারের দোষ থাকুক কিংবা নাই থাকুক ,তবুও রোযা ভেঙ্গে যাবে অর্থাৎ কাযা করতে হবে।^৩
- ১৩.ওযু করার সময় নাকে পানি দেওয়ার সময় তা মগজ পর্যন্ত উঠে গেলে কিংবা কঠনালী দিয়ে নিচে নেমে গেলে এবং রোযাদার হবার কথাও স্মরণ থাকলে,এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা অপরিহার্য হবে। হ্যাঁ,যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ না থাকে তবে রোযা ভাঙ্গবে না।^৪

১. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮০পৃ:

২.রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮০

৩. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৩পৃ:

৪.আলমগীরী ১/২০২পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

যে যে কারণে রোযা মাকরুহ হয়ে যায়

১. মিথ্যা, চুগলখোরী, গীবত, কু-দৃষ্টি, গালি গালাজ করা, শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত কারও মনে কষ্ট দেওয়া ও দাড়ি মুড়ানো ইত্যাদি কাজ এমনিতেতো অবৈধ ও হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, রোযায় আরও বেশী হারাম। সেগুলিব কারণে রোযা মাকরুহ হয়ে যায়।^১

২. রোযাদারের জন্য কোন জিনিসকে বিনা কারণে স্বাদ গ্রহণ করা ও চিবানো মাকরুহ। স্বাদ গ্রহণের জন্য ওযর হচ্ছে, যেমন কোন নারীর স্বামী বদ মেয়াজী তরকারী ইত্যাদিতে লবণ কমবেশি হলে রাগ করবে। এ কারণে স্বাদ গ্রহণে ক্ষতি নেই। চিবানোর জন্য ওযর হচ্ছে, এতই ছোট শিশু আছে যে রুটি চিবাতে পারে না; এমন কোন নরম খাদ্যও নেই যা তাকে খাওয়ানো যাবে; না আছে কোন ঋতুজাব কিংবা নিফাস সম্পন্ন নারী অথবা এমন কেউ নেই যে তা চিবিয়ে দেবে, তাহলে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রুটি ইত্যাদি চিবানো মাকরুহ নয়।^২

৩. স্ত্রীকে চুমু দেওয়া ও আলিঙ্গন করা এবং স্পর্শ করা মাকরুহ নয়; অবশ্য যদি এ আশঙ্কা থাকে যে, বীর্যপাত হয়ে যাবে, কিংবা সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাবে তাহলে করা যাবে না।^৩

৪. মুখে থুথু একত্রিত করে গিলে ফেলা রোযা ব্যতীত অন্য সময়েও অপছন্দনীয় কাজ। আর রোযা অবস্থায় এরূপ করা মাকরুহ।^৪

৫. রোযা অবস্থায় পানির ভিতরে বায়ু নির্গত করলে রোযা মাকরুহ হবে। ইস্তিজাতে অতিরঞ্জিত করা রোযাতে মাকরুহ।^৫

১. বাহরে শরীয়ত ৫ম খন্ড
২. দুররে মুখতার ৩/৩৯৫ পৃ:
৩. রাদুল মুহতার ৩/৩৯৬ পৃ:
৪. আলমগিরী ১/১৯৯ পৃ:
৫. আলমগিরী ১/১৯৯ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

১. ভুলবশত: আহার করলে, পান করলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গে না চাই ওই রোযা ফরয হোক বা নফল।^১

মাসয়লা: - ভুল বশত আহার কারীর যদি রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে, তাহলে যার সম্মুখে সে পানাহার করছে তিনি তার রোযা থাকা সম্পর্কে অবগত করাবেন। আর যদি ভুল বশত পানাহার কারী দুর্বল প্রকৃতির হয় তাহলে তাকে স্মরণ না করানোই হল উত্তম।^২

২. যদি মাছি, ধুলিবালি কিংবা ধোঁয়া কঠনালী দিয়ে ভিতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না।^৩

কিন্তু যদি ইচ্ছেকৃতভাবে নিজে ধোঁয়া পোঁছায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩. শিঙ্গা^৪ সাপে বা তৈল বা সুরমা লাগালে রোযা ভঙ্গ হয় না। যদিও বা তৈল বা সুরমার স্বাদ কঠনালীতে অনুভব হয়। এমনকি থুথুর মধ্যে সুরমার রং দেখা গেলেও রোযা ভঙ্গ হয় না।^৫

৪. কথা বলতে বলতে থুথুর দ্বারা ঠোট ভিজে গেল এবং পরে সেটা গিলে ফেললো বা কফ মুখে আসলো এবং গিলে ফেললো, এতে রোযা ভঙ্গ হলো না। কিন্তু এসব থেকে বিরত থাকা চাই।

৫. কানে পানি ঢুকে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না; বরং খোদ পানি ঢাললেও রোযা ভঙ্গবে না।^৬

১. দুররে মুখতার ২/১৩৩ পৃ:

২. নুরুল ইয়া বাবু মা-লা ইয়াফসিদুস সাওমা ১৪৩ পৃ:

৩. দুররে মুখতার, রাদুল মুহতার ২/১৩৩-১৩৪ পৃ:

৪. শিঙ্গা-এটা ব্যথার চিকিৎসা একটা পদ্ধতি বিশেষ, যাতে হিঁদ্র শিং ব্যথাগ্রস্ত স্থানে রেখে মুখ দিয়ে শরীরের দুর্ষিত রক্ত টেনে বের করা হয়।

৫. রাদুল মুহতার, আজ-জাওহারা তুন নহিয়ারাহ ১ম খন্ড / ১৭৯ পৃ:

৬. দুরুল মুখতার ৩খন্ড / ৩৬৭ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

৬.দাঁত কিংবা মুখে হালকা এমন কোন জিনিষ অজানাবশত : রয়ে গেছে,যা থুথুর সঙ্গে কঠ নালীর ভিতরে চলে গেল। এতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু এর স্বাদ যদি কঠনালীতে অনুভব হয়,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৭.দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কঠনালী পর্যন্ত গেলে, কিন্তু কঠনালী অতিক্রম করে নিচে নামেনি। তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।^৬

৬.ফতহুল কার্দির ২য় খন্ড ২৫৭ পৃ:

আপনি সুনী অথচ সুনী দর্পণ

পড়েন না, আশ্চর্য !

আজই সংগ্রহ করুন

৯৬০৯৫৪৭৫৩০,৯৭৩২০৩০০৩১

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

রোযার স্তর সমূহ

রোযার সাধারণত তিনটি স্তর বর্তমান। যথা:-

১. সাধারণ লোকের রোযা ;
২. বিশেষ শ্রেণি বা মাধ্যম শ্রেণির লোকের রোযা এবং
৩. বিশিষ্টতম শ্রেণির লোকের রোযা।

প্রথম:-সাধারণ লোকের রোযা হল পূর্বোল্লিখিত মতে উদর ও লজ্জাস্থানকে ইচ্ছে ও কামনাপূর্ণ করা থেকে বিরত রাখা।

দ্বিতীয়:-মাধ্যম শ্রেণী বা বিশেষ শ্রেণীর রোযা হল-চোখ,কান,হাত,পা এবং সমস্ত অঙ্গকে গুণাহর কাজ থেকে বিরত রাখা।

তৃতীয়:-আর বিশিষ্টতম শ্রেণীর লোকেদের রোযা হল , অন্তরকে অশ্লীল , অন্যায়ে ,পার্থিব এবং যে কোন রকম পাপ চিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখা। এই প্রকার লোকের রোযা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন কিছু চিন্তা দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য দ্বীনের কার্য আদায়ের জন্য যতটুকু পার্থিব চিন্তার প্রয়োজন হয়, ততটুকু চিন্তা রোযার কোন হানি ঘটায় না।

বোখারী শরীফের সঠিক অনুবাদ খুঁজছেন ! তাহলে

আজই সংগ্রহ করুন

“সহীহ বুখারীর সহীহ অনুবাদ”

যোগাযোগঃ ৯৭৩২০৩০০৩১

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

রোযা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

মাসয়ালা: সেহেরী খাওয়া এবং এতে দেরী করা মুস্তাহাব। কিন্তু সুবেহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হওয়ার মত দেরী করা মাকরুহ।^১

মাসয়ালা: ইফতারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব, কিন্তু ইফতার এমন সময় করবে, যেন সূর্যাস্ত সম্পর্কে প্রবল ধারণা করা যায়। যতক্ষণ প্রবল ধারণা না হবে ইফতার করবে না। যদিও মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে দেয়। মেঘলা দিনে ইফতার তাড়াতাড়ি করা অনুচিত।^২

মাসয়ালা: শাইখে ফানি অর্থাৎ ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যার বয়স ঐ মাত্রাই পৌঁছে গেছে যে দিন দিন দুর্বল হয়ে যায় এবং রোযা রাখার কোন ক্ষমতাই থাকেনা (না সেই মূহূর্তে না পরবর্তীতে), এমতাবস্থায় তার উপর ফিদিয়া আবশ্যিক অর্থাৎ একটি রোযা পরিবর্তে একজন মিসকীন কে দুই বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা সাদকায়ে ফিতরা পরিমাণ (২ কিলো ৪৭ গ্রাম গম কিংবা সম পরিমাণ মূল্য) মিসকীনকে প্রদান করতে হবে।^৩

মাসয়ালা: মহিলারা হায়েয (ঋতুস্রাব) ও নিফাসগ্রস্থ ছিল, সে রাত্রিতে আগামীকাল রোযা রাখার নিয়ত করল। সুবেহে সাদিকের পূর্বে হায়েজ নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেল তাহলে রোযা শুদ্ধ হবে।^৪

মাসয়ালা: মুখে থুথু একত্র করে গিলে ফেললে রোযা মাকরুহ হবে।^৫

মাসয়ালা: রমযান ও রমযানের কায়ার জন্য স্বামীর অনুমতীর কোন প্রয়োজন নেই বরং তার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাখবে।^৬

১. আলমগিরী ১ম খন্ড ২০০ পাতা

২. রাদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ১৫৭ পৃ:

৩. ফাতওয়া আমজাদিয়া ১ম খন্ড কেতাবুস সাওস ৩৯৬ পৃ:

৪. জাওহেরা বাহরে শরীয়ত রোযা কা বায়ান ৫. আলমগিরী ১/১৯৯ পৃ:

৬. দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৭৭ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

মাসয়ালা: রোযা অবস্থায় আতর লাগানো, খুশবু লাগানো, ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া, সুরমা লাগানো, তেল লাগানো, চুল কাটা ও নখ কাটা বৈধ।

মাসয়ালা: মাথা ও নাকের বাইরে বাম ব্যবহার করা বৈধ।

মাসয়ালা: চুল ও দাড়িতে মেহেন্দী লাগানো রোযা অবস্থাতে বৈধ।

মাসয়ালা: বগল ও নাভীর তলদেশ পরিষ্কার করা রোযাতে বৈধ।

মাসয়ালা: মোয়াজ্জিনের মাগরিবের আযান দেওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করা উত্তম। এর পর কিছুক্ষণ পানাহার বন্ধ রেখে আযানের উত্তর দেবে।^১

মাসয়ালা: আযানের উত্তর মুখের দ্বারা দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।^২

মাসয়ালা: যদি মুসাফির এবং তার সঙ্গীদের রোজা রাখতে কষ্ট না হয়, তাহলে সফরে রোযা রাখা উত্তম।^৩

মাসয়ালা: কোন ব্যক্তি সাহরির সময় এত বেশি খাবার খেল যে সকালে টক ঢেকুড় উঠল। এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না।^৪

মাসয়ালা: দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে এবং রোযা যদি তা গিলে নেয় তাহলে যদি রক্তের স্বাদ অনুভূত হয় রোযা ভঙ্গ হবে। আর যদি স্বাদ অনুভূত না হয়, তাহলে ভঙ্গ হবে না।

রোযা রাখতে না পারার জন্য শরীয়তের ইযায়ত

রোগী: যদি রোযা না রাখা কোন মতেই সম্ভব না হয়,

গর্ভবতী মহিলা: বাচ্চা ও নিজের প্রান বাচানো দুঃসাধ্য হলে,

শরয়ী মুসাফির: সফর অবস্থায় রোযা রাখা কষ্টসাধ্য হলে।

মাসয়ালা: শরীয়তী ওজরের কারণে যদি কেও রোযা রাখতে না পারে তাহলে তারও জন্য রমযান মাসের সম্মানার্থে পুরো দিন রোযাদারদের ন্যায় অতিবাহিত

১. ফাতওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড ৫৭ পৃ:

২. ফাতওয়ায়ে মারকাযে তারবিয়াতিল ইফতা ১ম খন্ড ৪৭১ পৃ:

৩. দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৬৫ পৃ:

৪. ফাতওয়া ১০ খন্ড ৪৮৬ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

করা ওয়াজিব। যদি বাধ্যতামূলক কিছু পানাহারের প্রয়োজন হয়, তাহলে যতটা সম্ভব গোপনে পানাহার করবে।^১

রোযার ফিদিয়া

প্রতিটি রোযার ফিদিয়া হল একজন মিসকীনকে দু-বেলা পেট ভরিয়ে খাবার খাওয়ানো অথবা প্রতিটি রোযার বদলে স্বদকায়ে ফিতর পরিমাণ মিসকীনকে প্রদান করা।

ফিদিয়া প্রদানের সময়

রমযান শরীফের শুরুতেই পুরো রমযান মাসের ফিদিয়া একত্রে দেওয়া যেতে পারে কিংবা শেষেও দেওয়া যেতে পারে।

সাবধান

যাকাতের অর্থ কাফের, মুশরীক, ওহাবী (দেওবন্দী, জামাতে ইসলামী, গায়ের মুকাল্লিদ), রাফেজী, ক্বাদিয়ানী প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়দের দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এদের কে ঐ অর্থ প্রদান করলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে।
(আহকামে শরীয়াত ২য় খন্ড ১৩৯ পৃঃ)

১. ফাতওয়া রেজবীয়া ১৮-খন্ড ৫১৯ পৃঃ

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

রোযা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া

প্রশ্ন: ১-হারাম বস্তু ভক্ষণ করে রোযা রাখলে রোযা হবে কি-না ?

উত্তর:-রোযার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম ভক্ষণ করার কারণে গুণাহাগার হবে। (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)^১

চাঁদ উদয়ের ভুল সংবাদে যদি কেও রোযা ভেঙ্গে দেয় তার জন্য শরীয়তের হুকুম কী ?

প্রশ্ন: ২- কি বলছেন ওলামায়ে কেরাম ও শারয়ে মাতিন এই মাসলার ক্ষেত্রে, চাঁদ দেখতে পাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেওয়ায় ৩০ রমযানুল মোবারকে ইফতার করে নেওয়া হল এবং পরে জানা গেল যে, এই খবর হল মিথ্যা। খবর শোনার পর যদি খাবার দাবার বন্ধ না করে, তাহলে তাকে কি কাফ্যারা দিতে হবে না কাযায় যথেষ্ট হবে? এবং যারা খবর পাওয়ার পর নিজেদের কুল্লি ও গরগরা করার মাধ্যমে মুখকে পবিত্র করে রোযা অবস্থায় থাকল -তাদের জন্য কি হুকুম আছে?

উত্তর:-যে পানাহার চালিয়ে গেল মিথ্যা চাঁদ উদয়ের খবরের দ্বারা - সে গুণাহাগার হবে; কিন্তু তার জন্য কাফ্যারা দিতে হবে না (শুধু একটি রাখবে)। আর যে খবর শোনা মাত্রই গরগরা করে নিল, তাহলে সে সাওয়াব পাবে এবং একটি রোযা তাকেও রাখতে হবে। (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)^২

সফরে রোযা রাখার হুকুম কী ?

প্রশ্ন:-৩ : কি বলছেন ওলামায়ে কেরাম এ মাসলা প্রসঙ্গে, সফরের রোযা রাখা কি রূপ ?

উত্তর:-যে নিজের ঘর হতে তিন মানযিল পরিপূর্ণ কিংবা এর হতে অধিক রাস্তা

১. সূত্র:-ফাতওয়া রেজবীয়া-কেতারুস্ সওম, ১০ম খন্ড ৩৩০-৩৫১ পৃঃ

২. সূত্র:ফাতওয়া রেজবীয়া-কেতারুস্ সওম, ১০ম খন্ড ৩৩০-৩৫১ পৃঃ

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

অতিক্রমের উদ্দেশ্যে বের হলে তাতে নিয়াত শুদ্ধ হোক কিংবা অশুদ্ধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘরে ফিরে না আসে কিংবা কোন পথিমধ্যে কোথাও পনেরো দিনের অপেক্ষার নিয়াত না থাকলে তাকে মুসাফির বলা হয়। মুসাফির অবস্থায় সাহরীর সময় উপস্থিত হলে ঐ দিনে রোযাকে ছেড়ে দেওয়া এবং পরে তার কাযা রাখা বৈধ। আবার যদি রোযার দ্বারা তার কোন ক্ষতি না হয়, না রোযার ফলে তার সাথির কোন অসুবিধা না হয় তাহলে রোযা রাখায় উত্তম হবে। নতুবা কাযা করবে। ... (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)²

প্রশ্ন:-শাবান মাসের ২৯ তারিখে আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও যদি চাঁদ দেখা না যায় তার জন্য হুকুম কি?

উত্তর:-শাবান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ উদয়ের স্থান পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না গেলে কাযী, মুফতী সহ কেও রোযা রাখবে না। তবে হ্যাঁ, চাঁদ উদয়ের স্থান যদি মেঘলা থাকে তাহলে মুফতী জনসাধারণকে দোহায়ে কুবরা (দ্বি-প্রহর) পর্যন্ত অপেক্ষার হুকুম দেবে, না কিছু খাবে; না রোযার নিয়াত করবে। নিয়াত ব্যতীত রোযা রোযারই ন্যায়। এর মধ্যে যদি চাঁদের শরয়ী প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে সকলে রোযার নিয়াত করে নেবে রমযানের রোযা হয়ে যাবে (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)। আর যদি ঐ সময় অতিবাহিত হয় এবং কোথাও হতে চাঁদ দেখার খবর না আসে তাহলে মুফতী জনসাধারণদের পানাহার করার হুকুম দেবেন। ²

রোযা অবস্থায় টুথ পেস্ট ব্যবহার

রোযা অবস্থায় টুথ পেস্ট ব্যবহার করলে তা হল্কে পৌঁছানোর সম্ভবনা অধিক। এই কারণে এর ব্যবহার বৈধ নয়। (আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞানী)

১. সূত্র:-ফাতওয়া রেজবীয়া-কেতাবুস্ সওম, ১০ম খন্ড ৩৩০-৩৫১ পৃ:

২. সূত্র:-বোখারী শরীফ ১ম খন্ড, ফাতওয়া রেজবীয়া-কেতাবুস্ সওম, ১০ম খন্ড ৩৩০-৩৫১ পৃ:;

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

রোযা অবস্থায় গুল ব্যবহার

রোযা অবস্থায় গুলের ব্যবহারের কয়েকটি ধরণ দেখা যায়:

১. এরূপ ভাবে ব্যবহার করা :এমনভাবে দাঁতের তলদেশে রাখা, যার ফলে গুল থুতুর সহিত মিশে গিয়ে গলায় প্রবেশ করে। যেরূপ তামাক খাওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, এরূপ ভাবে ব্যবহারে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা ও কাফ্ ফারা উভয়ই জরুরী।

২. গুল দাঁতে লাগিয়ে ৫-১০ মিনিট রেখে দেওয়া এবং পরে কুল্লি করে নেওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে ৫-১০ মিনিট রাখার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থুতুর সহিত তা হল্কে প্রবেশ করে। এর দ্বারাও রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে এর জন্য কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

৩. গুল এরূপ ভাবে ব্যবহার করা যে, শুধু মাত্র দাঁতে ঘসে নিয়ে সাথে সাথে পানি দ্বারা ধুয়ে নেওয়া। এভাবেও গুল ব্যবহার রোযা অবস্থাতে কঠোর নিষিদ্ধ।**²

রোযা অবস্থাতে ইনহেলার ব্যবহার

রোযা অবস্থাতে ইনহেলার ব্যবহার করা হারাম ও গুণাহের কাজ। এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ²

বদ মাযহাবের আযানে ইফতার করা কিরূপ

দেওবান্দি, ওহাবী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের আযান প্রকৃতপক্ষে আযানের মধ্যে গণ্য নয়। ³

** (ফায়সালায়ে ফিক্হ সেমিনার বোর্ড, দিল্লী)

১. ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতিল ইফতা ১ম খন্ড ৪৭০ পৃ:

২. ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতিল ইফতা ১ম খন্ড ৪৭০ পৃ:, রোযার জাদিদ মাসলা ১ম পৃ:

৩. ফাতওয়া রেজবীয়া ২য় খন্ড ৪২১ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

ইতিকারফ

মাসজিদে আল্লাহ তায়ালাৰ সন্তুষ্টিৰ উদ্দেশ্যে ইতিকারফেৰ নিয়াতে অবস্থান করার নাম ইতিকারফ।^১

ইতিকারফেৰ ফযীলাত

১ :- উম্মুল মুমিনিন হযরাত সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত , রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রমযান শরীফেৰ শেষ দশকে ইতিকারফ করতেন।

২ :- ইবনে মাযাতে হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মুতাকিফ সম্পর্কে ফরমিয়েছেন-সে (ইতিকারফ কারী) গুণাহ হতে দূর থাকে এবং নেকীর দ্বারা এরূপ সাওয়াব পেয়ে থাকে যেভাবে সে সকল নেকী করেছে।

৩ :- বায়হাকী শরীফে হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , ছযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফরমিয়েছেন,যে রমযান মাসে দশ দিনেৰ ইতিকারফ করল সে এরূপ হয় যেন সে দুটি হজ্জ ও দুটি ওমরা আদায় করলো।

ইতিকারফেৰ শর্ত

মাসজিদেৰ মধ্যে আল্লাহ তায়ালাৰ সন্তুষ্টিৰ উদ্দেশ্যে অবস্থান করা হল ইতিকারফ। এরজন্য শর্ত হল মুসলমান হওয়া, বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া ও সকল প্রকার নাপাকী যেমন জানাবাত ,হায়েয নেফাস ইত্যাদি হতে প্রবিত্র হওয়া।^২

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ২১১ পৃ:

২.রাদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ১৭৭ পৃ:,আলমগিরী ১ম খন্ড ২১১ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

ইতিকারফেৰ শ্রেণীবিভাগ

ইতিকারফ তিন প্রকারেৰ :- ১. ওয়াজিব :- ইতিকারফেৰ মিন্নাত করা হলে এবং এর জন্য শুধু অন্তরেৰ নিয়াত প্রযোজ্য নয় মৌখিক উচ্চারণেৰও প্রয়োজন।

২. সুন্নাতে কেফায়া মুয়াক্কাদা :- রমযান শরীফে শেষ দশকেৰ ইতিকারফ, এবং ৩.মুস্তাহাব।^১

ইতিকারফ কেফায়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

রমজান মাসেৰ শেষেৰ দশ দিনেৰ ইতিকারফ হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কারণ ছযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম রমযানেৰ শেষ দশকে ইতিকারফ করতেন।

এর ছকুম হল-যদি সকলে বর্জন করে তাহলে সকলেই দায়ী হবে, আর যদি যে কোন একজন পালন করে তাহলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

মাসযালা:-২০ শে রমযান সূর্যাস্তেৰ সময় ইতিকারফেৰ নিয়াতে মাসজিদে প্রবেশ করতে হবে,এবং ৩০ শে রমযান সূর্যাস্তেৰ পর বা ২৯ শে রমযান চাঁদ দেখাৰ খবর হওয়ার পর বের হতে হবে।

মাসযালা:-যদি ২০ রমযানেৰ মাগরীবেৰ পর মাসজিদে ইতিকারফেৰ নিয়াত করে তাহলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় হবে না।

মাসযালা:-রমযান শরীফেৰ শেষ দশ তারিখে যে ইতিকারফ করা হয় অর্থাৎ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এর জন্য রোযা রাখা হল শর্ত অতএব কোন অসুস্থ কিংবা মুসাফির যদি রোযা ব্যতীতই ইতিকারফ করে তাহলে সুন্নাত আদায় হবে না বরং নফল হবে।^২

ইতিকারফেৰ নিয়াত:-আমি আল্লাহ তায়ালাৰ সন্তুষ্টিৰ জন্য রমযানুল মুবারকেৰ শেষ দশ দিন সুন্নাতে ইতিকারফেৰ নিয়াত করছি।

১.দুরেৰে মুখতার ২য় খন্ড ১৭৭ পৃ:,আলমগিরী ১ম খন্ড ২১১ পৃ:

২.রাদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ১৭৭ পৃ:,আলমগিরী ১ম খন্ড ২১১ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

ইতিকাহ সম্পর্কিত মাসলা মাসায়েল

মাসয়ালা:-১ : ইতিকাহে থাকা ওই মাসজিদে প্রয়োজন যে মাসজিদে পাঁচ ওয়াজ্জের নামায জামায়াত সহকারে হয়ে থাকে।^১ যদি ওই রূপ মাসজিদে ইতিকাহে থাকে যেখানে জামায়াত হয়না সেক্ষেত্রে জামায়াতের জন্য অন্য মাসজিদে যাওয়া বৈধ।^২

মাসয়ালা:-২: মহিলাদের জন্য ইতিকাহের স্থান হল তাদের গৃহ।^৩

মাসয়ালা:-৩ : ওয়াজিব ও সুনাত্তে কেফায়া মুয়াক্কাদা ইতিকাহের জন্য রোযা রাখা শর্ত। কিন্তু মুস্তাহাব ইতিকাহের জন্য রোযা শর্ত নয়।^৪

মাসয়ালা:-৪ : মুতাকিফ মাসজিদের মধ্যেই খাবার পানাহার এবং শয়ান করবে এবং এই সব ক্রিয়ার জন্য মাসজিদের বাইরে বের হলে ইতিকাহ ভঙ্গ হবে।^৫

মাসয়ালা:-৫: মুতাকিফ যদি ইবাদত মনে করে চুপ থাকে তাহলে তা মাকরুহ তাহরিমী হবে; তবে হ্যাঁ যদি খারাপ কথা বলা থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে চুপ থাকে তাহলে মাকরুহ হবে না।^৬

মাসয়ালা:-৬-সবচেয়ে উত্তম হল মাসজিদে হারাম শরীফে ইতিকাহ অত:পর মাসজিদে নবুবী পুনরায় মাসজিদে আকসা এবং এরপর ওই মাসজিদে যেখান বৃহৎ জামায়াত হয়।^৭

১. নুরুল ইয়া- বাবুল ইতিকাহ

২. দুররে সুখতার ২/১৮২ পৃ:

৩. দুররে সুখতার ২/১৮২ পৃ:

৪. দুররে সুখতার ২/১৭৮পৃ:আলামগিরী ১/২১৩ পৃ:,

নুরুল ইয়া-বাবুল ইতিকাহ ১৫৪ পৃ:

৫. দুররে সুখতার ২/১৮৪ পৃ:

৬. দুররে সুখতার ২/১৮৫ পৃ: ৭. শামী ২/১৭৮ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

ইতিকাহের অতিরিক্ত কিছু মাসায়েল প্রশ্ন-উত্তর সহকারে

১. প্রশ্ন : - মুতাকিফ বিশ রমযানের কোন সময়ে মাসজিদে ইতিকাহের জন্য প্রবেশ করবে ?

উত্তর : সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে প্রবেশ করা হল শর্ত। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সামান্য সময় পর প্রবেশ করলে ইতিকাহ হবে না।

২. প্রশ্ন :- মুতাকিফ সিগারেট,বিড়ি কিংবা ছক্কা খাওয়ার জন্য কী বাইরে যেতে পারবে ?

উত্তর : শুধু মাত্র এই সকল উদ্দেশ্যে বাইরে বের হওয়া যাবে না।

৩. প্রশ্ন :- মুতাকিফ টুথপেস্ট বা মাজনের জন্য ওয়ু খানায় যেতে পারবে কী না ?

উত্তর :- মুতাকিফ টুথপেস্ট কিংবা মাজনের জন্য ওয়ু খানায় যেতে পারবে না, যদি যায় তাহলে ইতিকাহ ভেঙ্গে যাবে।

৪. প্রশ্ন : ওয়ু থাকা সত্ত্বেও ওয়ু করার জন্য মুতাকিফ বের হতে পারবে কী না ?

উত্তর : মুতাকিফ ওয়ু থাকা সত্ত্বেও ওয়ু করার জন্য বের হতে পারবে না। তবে হ্যাঁ ওয়ু ভেঙ্গে গেলে তবেই ওয়ু খানায় যেতে পারবে।

৫. প্রশ্ন : মুতাকিফ জুমার দিনে গোসলের উদ্দেশ্যে যেতে পারবে কী-না ?

উত্তর :- মুতাকিফ ফরয গোসল ব্যতীত কোন প্রকার গোসলের জন্য বের হতে পারবে না।

৬. প্রশ্ন : খাবার পূর্বে হাত ধৌত করা হল সুনাত , এক্ষেত্রে ইতিকাহ অবস্থাতে মুতাকিফ খাবার পূর্বে হাত ধৌত করার জন্য ওয়ু খানায় যেতে পারবে কী ?

উত্তর : মুতাকিফ হাত ধৌত করার উদ্দেশ্যে ওয়ু খানায় যেতে পারবে না। এরজন্য মুতাকিফকে হাত ধৌয়ার জন্য মাসজিদে কোন পাত্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে, আর এ ক্ষেত্রে মাসজিদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

৭. প্রশ্ন : মুতাকিফ মাসজিদের ছাদে ইতিকাফ অবস্থায় থাকতে পারবে কী-না, উল্লেখ্য ছাদ উঠার জন্য সিড়ির যদি বাইরে দিক দিয় করা থাকে ?

উত্তর : এই ভাবে ইতিকাফ করতে পারবে না।

৮. প্রশ্ন : মুতাকিফ উচ্চ স্বরে কোরআন তেলায়াৎ করতে পারবে কী-না ?

উত্তর : অন্যকোন মুসাল্লির ইবাদত করার ক্ষেত্রে বা আরামের ক্ষেত্রে যদি কোন প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহলে উচ্চস্বরে তেলায়াৎ করা যাবে না। আর অপরের কোন অসুবিধা না হলে উচ্চস্বরে তেলায়াতে কোন বাধা নেই।

৯. প্রশ্ন : মুতাকিফের যদি কোন কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে ইতিকাফও কী ভঙ্গ হবে ?

উত্তর : হ্যাঁ, ইতিকাফও ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১০. প্রশ্ন : মুতাকিফ ওয়ু করার পর কোন বস্তু যদি ওয়ু খানায় ভুলে আসে যেমন- টুপি, ঘড়ি, মেসওয়াক প্রভৃতি তাহলে সেটা নেওয়ার জন্য কী পূণরায় মাসজিদ হতে বের হতে পারবে ?

উত্তর : নিজে যেতে পারবে না, বরং কারও দ্বারা চেয়ে নেবে।

১১. প্রশ্ন : মহল্লার মধ্যে আঙুন লেগে গেলে কিংবা কারও অ্যক্সিডেন্ট হয়ে গেলে তা নিভানোর জন্য যাওয়া মুতাকিফের জন্য কী বৈধ হবে ?

উত্তর : মুতাকিফের জন্য যাওয়া নিষেধ।

১২. প্রশ্ন : ইতিকাফ অবস্থায় মুতাকিফের মুখদ্বারা কোনরূপ কুফরী কালাম বের হয়ে গেলে কী ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে ?

উত্তর : কুফরী কলমা বের হয়ে গেলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাকে তাজদিদে ইমান করতে হবে।

১৩. প্রশ্ন : মুতাকিফ ইতিকাফ অবস্থাতে কী কাঁচা পেয়াজ খেতে পারবে ?

উত্তর : কাঁচা পেঁয়াজ খেতে পারবে না।

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

ইতিকাফ কারী কোন কোন্ ক্ষেত্রে মাসজিদ হতে বের হতে পারবে ?

ইতিকাফকারী কেবল দুই প্রকার কারণ ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই মাসজিদের বাইরে যেতে পারবে না। যে যে কারণে মাসজিদের বাইরে যাবার অনুমতি আছে :-

১. শরয়ী প্রয়োজনে ২. স্বভাবগত প্রয়োজনে

১. শরয়ী প্রয়োজন

১. যদি মিনারের রাস্তা মাসজিদের বাইরে হয়, তাহলে আযান দেওয়ার জন্য ইতিকাফ কারীর যাওয়া বৈধ। কারণ এক্ষেত্রে মাসজিদের বাইরে যাওয়া শরয়ী প্রয়োজন।^১

২. যদি এমন মাসজিদে ইতিকাফ করছে, যেখানে জুমার নামায হয় না। তাহলে ইতিকাফ কারীর জন্য এ মাসজিদ থেকে বের হয়ে জুমার নামাযের জন্য এমন মাসজিদে যাওয়া জায়েয যেখানে জুমার নামায হয়। এক্ষেত্রে ইতিকাফের স্থান থেকে অনুমান করে এতটুকু সময় আগে বের হবে যেন খোঁবা শুরু হবার পূর্বে পৌঁছে সুন্নাত সমূহ পড়া যায়। বেশি আগে যাবে না।^২

২. স্বভাবগত প্রয়োজন

১. মাসজিদের গন্ডির ভিতরে যদি প্রসাব, পায়খানা ইত্যাদির জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা না থাকে তাহলে এসবের জন্য মাসজিদের বাইরে যেতে পারবে।^৩

২. যদি মাসজিদে ওয়ু খানা কিংবা হাওয় ইত্যাদি না থাকে, তাহলে মাসজিদ থেকে ওয়ুর জন্য বাইরে যেতে পারে।^৪

৩. স্বপ্ন দোষ হলে যদি মাসজিদের এরিয়ার ভেতর গোসল খানা না থাকে এবং কোন মতে মাসজিদের অভ্যন্তরে গোসল করা সম্ভব না হয়, তবে পবিত্রতা অর্জনের গোসলের জন্য মাসজিদ থেকে বের হতে পারবে।^৫

১. রাদ্দুল মুহতার ৩/৪৩৬ পৃ:

২. রাদ্দুল মুহতার ৩/৪৩৭ পৃ:

৩. দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৩৫ পৃ:

৪. দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৩৫ পৃ: ৫. দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৪৩৫ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান তারাবীহ নামাযের বিবরণ

তারাবীহের নামায বিশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা , যেটা রমযান শরীফে ইশার ফরজ নামাযের পর প্রতি রাতে পড়া হয়। তারাবীহর নামায বিশ রাকাত দশ সালামে আদায় করতে হয়^১, এবং প্রতি চার রাকাত পর ততক্ষণ পর্যন্ত বসা মুস্তাহাব যতক্ষণ চার রাকাত পড়তে সময় লাগে। আরামের জন্য এরূপ বসাকে তারবীহা বলে।^২

তারাবীহ নামাযের সময়:-তারাবীর সময় ইশার ফরজের পর থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। তারাবী রাত্রির তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব এবং অর্ধ রাত্রির পরে পড়লে তখনও মাকরুহ হবে না।^৩

তারাবীহর নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتِي صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ سُنَّةَ رَسُولِ
اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাহ সলাতিহু তারাবীহ সুন্নাতে রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত:-আমি নিয়ত করছি দুইরাকাত তারাবীহ নামাযের যা রাসুলুল্লাহর সুন্নাত,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

বি.দ্র.-চার রাকাত পড়ার পর এখতিয়ার আছে, চাই চুপ করে থাকুক বা দুআ কলেমা পড়ুক বা তেলাওয়াত রকুক বা দরুদ শরীফ পড়ুক অথবা একা চার রাকাত নফল পড়ুক (জামায়াত সহকারে পড়া মকরুহ) অথবা এ তারাবীহ পাঠ করতে হবে-

১.দুররে মুখতার ১/ ৬৬০ পৃ:

২.ফাতওয়া আলমগিরী ১/১১৫ পৃ:

৩.দুররে মুখতার ১/ ৬৫৯ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ ط سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ
وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ ط سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ
الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ ط سُبُوْحُ قُدُوْسٍ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ
وَالرُّوْحِ ط اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ .

বাংলা উচ্চারণ:-সুবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা জিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুত সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যাল্লাজী লা ইয়ানামু ওয়াল্লা ইয়ামুত সুবুখ্ন কুদুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররুহ আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু

তারাবীহ নামাযের দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَلِكُ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِكَ الْجَنَّةِ
وَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ
يَا حَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ
يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্নানাস আলুকাল জাম্নাতা ওয়া নাউজ্জুবিকা মিনান্নারি ইয়া খালিকাল জাম্নাতি ওয়ান্নারি বিরহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারিমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বাররু আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

মাসয়ালার:- তারাবীহর জামাত হছে সুন্নাতে কেফায়া, মাসজিদের সকল লোক ছেড়ে দিলে সকলে গুনাহগার হবে। যদি কোন একজন ঘরে একা পড়ে গুনাহগার হবে না।^১

মাসয়ালার:- তারাবীহর মধ্যে একবার কুরআন মজীদ খতম করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ, দুবার খতম করা উত্তম। তিনবার করা অধিক উত্তম। মানুষের অলসতার কারণে খতম পরিত্যাগ করা নাজায়েজ।^২

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ১১৬ পৃ: ২.দুররে মুখতার ১ম খন্ড ৬৬২ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান তারাবীহর নামায ২০ রাকায়াত

হাদিস নং ১ : হযরত আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন ‘নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকায়াত পড়তেন বিতির ব্যতীত। ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অতিরিক্ত করে বলেছেন, ‘জামায়াত ছাড়াই তারাবীহর নামায পড়তেন।’

হাদিস নং ২:- সাহাবী সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, ‘আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগে বিশ রাকায়াত এবং বিতর পড়তাম।’

বি:দ্র:- হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটির সনদ সহীহ। অনেক হাদীসের ইমাম ও ফিকহের ইমাম এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন হাফেযুল হাদীস তা সুস্পষ্টভাবে সহীহ বলেছেন। যেমন ইমাম নববী, তাকীউদ্দীন সুবুকী, ওলীউদ্দিন ইরাকী, বাদরুদ্দীন আইনী, জালালুদ্দীন সুউতী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ।

এই হাদীসটিকে আরবের গায়র মুকাল্লিদ আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং হিন্দুস্তানের গায়র মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরীর আগে কোন আলেম ‘যয়ীফ’ বলেনি।

হাদীস নং ৩:- হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ‘হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগে মানুষ (সাহাবা

১. মুসান্নাফ ইবনে আব্বি শহিবা ২/৩৯৪ পৃ.; আসারাস সুনান ২/৫৬, মাযমাউয যাওয়াজেদ ৩/১৭২ পৃ.; সুনানে বায়হাকী ২/৪৯৬ পৃ.; শারহ নেকায়্যা ১/১০৪ পৃ।
২. আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭-২৬৮ পৃ.; সারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, বায়হাকী ২/৩০৫ পৃ.; শারহন নেকায়্যা ১/১০৪ পৃ।
৩. আল-মাজমু শারহুল সুহাবযাব ৩/৫২৭ পৃ.; নাসবুর রায়হ ২/১৫৪ পৃ.; উমদাতুল ক্বারী শারহ সহীহুল বুখারী ৭/১৭৮ পৃ.; ইরশাদু সারী শারহুল বুখারী ৪/৫৭৮ পৃ.; আল মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ ২/৭৪ পৃ।

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

ও তাবেয়ীন) রমযান মাসে ২৩ রাকায়াত পড়তেন।’

হাদীস নং ৪ :- হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ‘হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকায়াত পড়েন।’

বি:দ্র:- কিছু ‘গায়র মুকাল্লিদ’ অভিযোগ করে যে, এই বর্ণনাগুলি ‘মুরসাল’ আর ‘মুরসাল’ হল যয়ীফ। তাদের জবাব স্বরূপ তাদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই উদ্ধৃতিই যথেষ্ট, ‘যে মুরসালের অনুকূলে অন্য কোন কিছু পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসূরীগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।’

শাবে ক্বদরের ইবাদত:

শাবে ক্বদর খুবই বরকতমন্ডিত রজনী। এটা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়ে থাকে। এই রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাত সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ইরশাদ করেন যে, হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘শাবে ক্বদরকে রমযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর।’

অন্য হাদিসে এসেছে, বিজোড় রাত গুলিতে শাবে ক্বদর অন্বেষণ করো। অধিকাংশ মুফাস্সির ও বুযর্গরা বলেছেন, রমযানের ২৭তারিখের রাতই শাবে ক্বদর রাত।

শাবে ক্বদরের নফল ইবাদত

হযরত সাইয়েদুনা ইসমাইল হাকী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত, শাবে ক্বদরের রাব্বীতে যে ইখলাসে নিয়াজের সহিত নফল আদায় করবে তার পূর্বের ও পরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

১. আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬ পৃ.; মুয়াত্তা মালেক ৪০।
২. বোখারী শরীফ ১ ম খন্ড ৬০ পৃ.; হাদিস নং ৩৪-৩৭
৩. তাফসীরে রুহুল বায়ান ১০ম খন্ড ৪৮০ পৃ.

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

১.যে ব্যক্তি দুরাকায়াত নামায পড়বে, সুরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকায়াতে একবার সুরা রুদর, তিনবার সুরা ইখলাস পড়বে,সে ব্যক্তি শবে রুদরের সাওয়াব অর্জন করবে। সে ব্যক্তিকে হযরত শুইয়াব আলাইহিস সালাম,হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং হযরত নুহ আলাইহিস সালাম -এর ন্যায় সাওয়াব দেওয়া হবে। তাকে পূর্ব-পশ্চিম সমান দূরত্বের একটি জম্মাতী শহর দেওয়া হবে।^১

২.হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,যে ব্যক্তি শাবে রুদরে দুরাকায়াত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা ইখলাস সাতবার পড়বে এবং নামায শেষে,আসতাগফিরুল্লাহু আজীম আল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হ্যাল হায়্যুল কায়্যুম ওয়া আতু-বু ইলাইহিগ সত্তর বার পড়বে, তখন এই নামাযী মুসল্লা থেকে উঠার আগেই তার এবং তার মাতা পিতার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।^২

৩.যে ব্যক্তি রমযানের সাতাশ তারিখ রাতে চার রাকায়াত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর সুরা রুদর তিন বার এবং সুরা ইখলাস সাতাশবার করে পড়বে,সে লোক সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় হয়ে যাবে এবং তার জন্য জম্মাতে এক হাজার প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।

শাবে রুদরের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةً لَيْلَةَ الْقَدْرِ مُتَوَجِّهًا
إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই সালাতি লাইলাতিল রুদরি মুতাওয়া জ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

১.ফাযায়েলুল আহিয়াম ওয়াশ শহর ৪৪১-৪৪২পৃ:

২. তাফসীরে ইয়াকুব সরখী

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

সাদকায়ে ফিত্র

হযরত সাইয়েদুনা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,বান্দার রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে বুলতে থাকে,যতক্ষন পর্যন্ত না সে সাদকায়ে ফিত্র আদায় না করে।^১

সাদকায়ে ফিত্রের পরিমান ?

হযরত সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রমযানের শেষের দিকে বলেছেন,তোমরা সাদকা আদায় কর। এ সাদকা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এক সা খেজুর বা যব, বা অর্ধ সা গম।^২

অর্থ 'সা'গমের সঠিক হিসাব:- অর্ধ সা ইংরাজী অর্থে ১৭৫.৫০ রুপিয়া, আবার ১ রুপিয়া = ১১গ্রাম ৬৬৪ মিলি গ্রাম।^৩

সংক্ষেপে এরূপ ভাবে হয়:-

-১/২ সা=১৭৫.৫০ রুপিয়া (তোলা)

১ রুপিয়া(১তোলা)=১১.৬৬৪ গ্রাম

১৭৫.৫০ রুপিয়া (১১.৬৬ X ১৭৫.৫০)= ২০৪৬.৩৩ গ্রাম বা ২ কিলো ৪৭ গ্রাম (প্রায়)

সাদকায়ে ফিত্র কার কার উপর ওয়াজিব ?

ওই সব স্বাধীন মুসলমান,পুরুষ ও নারীর উপর ওয়াজিব, যারা নিসাবের অধিকারী হয়। আর তাদের নিসাবও হাজতে আসলিয়ার (জীবনের মৌলিক প্রয়োজন) অতিরিক্ত হয়।^৪

১.কানযুল উম্মাল ৮ম খন্ড ২৫৩ পৃ:,হাদিস নং ২৪১২৪

২.সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং ১৬২২

৩.ফাতওয়া রেজবীয়া ৪র্থ খন্ড,মাহানামা আশরাফিয়া আগষ্ট সংখ্যা,২০০৪,ফাতওয়া তারবিয়াতুল ই ফতা ১/৪৬৫পৃ:

৪. আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯১ পৃ:

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

সাদক্বায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়:-

ফিতরের দিন ফজর উদিত হওয়ার সময়।

যাকাত ও সাদক্বায়ে ফেতরের মধ্যে মূল পার্থক্য:

সাদক্বায়ে ফিতরের জন্য যাকাতের ন্যয় বর্ষ অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

সাদক্বায়ে ফিতর দেওয়ার উত্তম সময় :

ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে ঈদের নামায আদায় করার পূর্বেই। যদি রমযানুল মুবারকের অন্য কোন দিনে, এমন কি রমযান শরীফের পূর্বেই কেও আদায় করে তাহলেও ফিতরা আদায় হয়ে যাবে।^১

সাদক্বায়ে ফিতর কাদের প্রদান করা যাবে:

যাদের যাদের যাকাত প্রদান করা বৈধ তাদের সাদক্বায়ে ফিতর প্রদানও বৈধ। আর যাদের কে যাকাত দেয়া যায় না, তাদের কে ফিতরাও দেয়া যাবে না।^২

মাসয়ালা:-সাদক্বায়ে ফেতর নিজের তরফ থেকে এবং নিজ ছোট সন্তানের তরফ হতে আদায় করতে হবে।

মাসয়ালা:-নিজের বড় সন্তান ও স্ত্রীর পক্ষ হতে ফিতরা প্রদান বৈধ নয়।

মাসয়ালা:-সাদক্বায়ে ফিতর ওয়াজিব হবার জন্য আকেল (বিবেক সম্পন্ন)ও বালিগ পূর্ব শর্ত নয় ;বরং শিশু কিংবা উন্মাদ ও যদি নিসাবের মালিক হয়,তবে তাদের সম্পদ থেকে তাদের অভিভাবক পরিশোধ করবে।^৩

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯২ পৃ:।

২.আলমগিরী ১ম খন্ড ১৯৪ পৃ:।

৩.রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড ৩১২ পৃ:

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

যাকাত

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত তাকে বলা হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলমান ফকীরকে সম্পদের শরীয়ত নির্ধারিত একটি অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়া।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ:

-১.মুসলমান হওয়া ২.বালেগ হওয়া ৩.বিবেকবান হওয়া ৪.আযাদ হওয়া ৫.নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া ৬.পূর্ণভাবে মালিক হওয়া ৭.নেসাব ঋণমুক্ত হওয়া ৮.নেসাব ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়া ৯.সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া ১০.বছর অতিবাহিত হওয়া।

মালিকে নেসাব কাকে বলে?

মালিকে নেসাব বা নেসাবের অধিকারী বলতে মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ছাড়া দুশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি বা বিশ মিসকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া কে বোঝায়।^১

বর্তমান সময়ে এক তোলার ওজন হল ১২ গ্রাম ৪৪১ মিলি গ্রাম (প্রায়)। এই হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির ওজন হবে ৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম।^২

বর্তমানে যে ব্যক্তি 'র নিকট মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি (৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম) মূল্য পরিমান অর্থ আছে সেই মালিকে নেসাব বলে গণ্য হবে।^৩ অর্থাৎ তার উপর যাকাত এবং সাদক্বায়ে ফেতর ওয়াজিব।

মাসয়ালা:-কারও নিকট যদি কিছু অর্থ,কিছু সোনা ও চান্দি থাকে এবং সকলের মিলিত মূল্য যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির মূল্যের সম পরিমাণ হয় ,তাহলে সেই ব্যক্তিও মালিকে নেসাব রূপে গণ্য হবে এবং বছর পূর্ণ হবার পর তার উপব

১.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২ য় খন্ড ৩৮-৪০ পৃ:

২.ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতুল ইফতা ১/৪০৯ পৃ:,মাহানামা আশরাফিয়া

মে সংখ্যা ২০০৪

৩. রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

যাকাত ওয়াজিব হবে।^১

মাসয়ালা:-নিজের মূল অর্থাৎ পিতা-মাতা,দাদা-দাদি,নানা-নানি প্রমুখ আর যাদের সন্তান আছে -নিজের সন্তান,পুত্র,কন্যা,নাতি-নাতনি,পোতা-পোতি প্রমুখকে যাকাত প্রদান করা নিষিদ্ধ।^২

মাসয়ালা:-যাকাত ঘোষণা সহকারে দেওয়া উত্তম।নফল সাদকা গোপনে দেওয়া উত্তম।^৩

মাসয়ালা:-ফকীর আলেম কে সাদকা করা জাহেল ফকীর কে সাদকা করা অপেক্ষা উত্তম।^৪

মাসয়ালা:-যাকাতের অর্থ কাফের,মুশরীক,ওহাবী (দেওবন্দী,জামাতে ইসলামী, গায়ের মুকাল্লিদ),রাফেজী,কাদিয়ানী প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়দের দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।এদের কে এই অর্থ প্রদান করলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে।^৫

মাসয়ালা:-মোবাইলের মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয় কিংবা এর অধিক হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ মোবাইলও হাজারে আসলিয়া বা ব্যবহারিক সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত।^৬

মাসয়ালা:-যে বাড়ি বা ফ্লট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়নি বরং নিজের ব্যবহারের জন্য তৈরী সেক্ষেত্রে তার ভাড়ার উপর যাকাত হবে।^৭

মাসয়ালা:-নিকটবর্তী যাকাত প্রদেয় স্থান থাকা সত্ত্বেও বর্ষশেষে দূরবর্তী কোন স্থানে যাকাত প্রদান করা মাকরুহ। তবে হাঁ,যদি তার কোন আত্মীয় থাকে তাহলে তা বৈধ।

১.রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃ: মারকাসু তারবিয়াতুল ইফতা ৪০৮ পৃ:

২.রাদ্দুল মুহতার -কেতাবুত যাকাত ৩/৩৪৪পৃ:

৩.ফাতওয়া হিন্দিয়া-কেতাবুয যাকাত ১ম খন্ড

৪. ফাতওয়া হিন্দিয়া-কেতাবুয যাকাত ১/১৮৭ পৃ:

৫. আহকামে শরীয়াত ২য় খন্ড ১৩৯ পৃ:

৬.ফাতওয়ায়ে আহলে সুন্নাত-কেতাবুয যাকাত ১২২পৃ:

৭.ওকারুল ফাতওয়া ২/৩৯১-৩৯২পৃ:

৮.আলামগিরী ১/১৯০ পৃ:,দুররে মুখতার ২/৯৩-৯৪ পৃ:

সুনী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান

মাসয়ালা:-রিজ্বা,টাক্সী,টোটো প্রভৃতি বাহন যদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়,তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি ভাড়া খাটানোর উদ্দেশ্যে হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।^১

যাকাতের প্রাপক কারা?

১. ফকীর:-ফকীর এই ব্যক্তিকে বলা হয়,যার নিকট এই পরিমাণ সম্পত্তি বর্তমান যা মালিকে নেসাব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

২. মিসকীন:-এই ব্যক্তিকে বলা হয়,যার নিকট কোন বস্তুই বর্তমান নাই অর্থাৎ নি:স্ব।

৩.আমীল:-এই ব্যক্তি যাকে মুসলিম বাদশাহ যাকাত ও ওশুর আদায় করণের নিমিত্তে নিয়োগ করেন।

৪.রেক্বাব:- এর অর্থ হল মুকাতাব গোলামকে প্রদান করা, যার নিকট হতে প্রদেয় যাকাতের পরিবর্তে লেখনীর কাজ নেওয়া হয় এবং গোলামী থেকে নিজে মুক্ত করে।

৫.গারিম:- বা ঋণী ব্যক্তি

৬.ফি-সাবিলিল্লাহ :-অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা।

৭.ইবনে সাবিল:-অর্থাৎ মুসাফির যার নিকট কোনরূপ অর্থ থাকেনা,যদিও তার ঘরে কোনরূপ অর্থ থাকে।

যাকাত কাদেরকে প্রদান করা নিষিদ্ধ :-

১.কাফির, ২.মালিকে নেসাব এবং তার গোলামকে ; ৩.ধনীর সন্তানকে ; ৪. বনু হাশিম ; ৫. স্বীয় পিতা,মাতা,দাদা,দাদি,নানা,নানি,পুত্র,কন্যা,নাতি,নাতনী,পোতা,পোতি, স্বীয় স্ত্রী কিংবা স্ত্রীলোক হলে স্বীয় স্বামীকে যাকাত প্রদান নিষিদ্ধ।^১

১.ফাতওয়ায়ে আহলে সুন্নাত-কেতাবুয যাকাত ১৩১পৃ:

২. আলামগিরী ১/১৮৮পৃ:, রাদ্দুল মুহতার ২/৮৬ পৃ:,নুরুল ইয়া ১৬১ পৃ:

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান সন্দেহের দিনে রোযা রাখা প্রসঙ্গ

রমযান প্রমাণিত হয় চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে কিংবা শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ হলে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে আর সেটা ২৯ শাবানের দিন হয়, তাহলে পরের দিন সকল প্রকার রোযা রাখা নিষিদ্ধ কেবলমাত্র পা বন্দির সহিত বরাবর নির্দিষ্ট নফল রোযা রাখা ব্যক্তি ব্যতীত। হাদিস শরীফে বর্ণিত-যে যে ব্যক্তি ইয়ামে শাক বা সন্দেহের দিন রোযা রাখল সে যে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সহিত নাফরমানী করল। (সহীহ বোখারী-বাবু ইয়া রয়াইতুমুল হেলালা ফা সুমু....., আবু দাউদ হাদিস ২৪২৫, নাসবুর রায় ২/৪৪২)

২৯ শাবান সন্ধ্যায় যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহলে হুকুমঃ-

২৯ শাবান সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ তারিখ কাজী- মুফতী কেউই রোযা রাখবে না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে মুফতী সাধারণদের দোহায়ে কুবরা অর্থাৎ অর্ধ দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলবেন এবং ততক্ষণ কিছুই খাবে না। না রোযার নিয়াত করতে বলবেন। বিনা নিয়াতের রোযা রোযার ন্যায় হয়। এর মধ্যে যদি চাঁদের খবর শরীয়াত সম্মত ভাবে পাওয়া গেলে রোযার নিয়াত করে নেবে তাহলে রমযানের রোযা হয়ে যাবে। আর যদি উক্ত সময় অতিবাহিত হয় চাঁদ দেখার খবর শরীয়াত সম্মত ভাবে সাবস্ত্য না হয় তাহলে সাধারণদের খাবার পানাহারের হুকুম দেবেন। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখতে অভ্যস্ত এবং সে দিন উপস্থিত হয় তাহলে সেই দিনের নফল রোযা রাখতে পারবে। সন্দেহের কারণে যদি রমযানের নিয়াত করে - কিংবা এরূপ ভেবে যে, যদি চাঁদ হয়ে যায় তাহলে রমযানের রোযা রাখছি নতুবা নফল; তাহলে গুনাহগার হবে। (ফাতওয়া রেজবীয়া-কিতাবুস সাওম)

সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান সালাম

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম,
শাময়ে বাযমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম,
নাওবা হারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।
দুর ও নাজদিক কে সুন্নে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লাআলে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।
জিস তরফ উঠ গেয়ী দাম মে দাম আগেয়া,
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিস সুহানী ঘড়ী চামকা তাইবা কা চাঁদ,
উশ দিল আফরোজে সাআত পে লাখোঁ সালাম।
হাম গরীবোকে আকাপে বেহাদ দরুদ,
হাম ফকীরো কী সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিনকে সেজদে কো মেহরাবে কাবা বুকী,
উন ভুওকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ যোবা জিস কো সাব কুন কী কুঞ্জি ক্যহে,
উস কী নাফিয় হুকুমাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ দেহান জিস কী হার বাত ওহই খোদা,
চাশমায়ে ইলম ও হিকমাত পে লাখোঁ সালাম।
কাশ মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওয়ার,
ভেজে সাব উন কী শাওকাত কে লাখোঁ সালাম।
মুঝসে খিদমাত কে কুদসী কাহে হা রেজা,
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম।